দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 30 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

নামাজী শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি

–ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন ফারাদী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামসুন্নাহার হলে নিজেদের কক্ষে কোরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য রাখা, হোস্টেলে নামাজ পড়া এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে অন্যদের আহবান করার অপরাধে ছাত্রী নামধারী ধর্মবিরোধী সেকুলার ফ্যাসিস্ট বাহিনী রাত বারোটায় তাদের রুম তছনছ করে এবং তাদেরকে মারধর করে। তারা এসব ধর্মপ্রাণ নিরীহ ছাত্রীদের রুম থেকে বের করে দেয়। দুঃখজনক হল, এমন মস্তানসুলভ বর্বরতার প্রতিকার না করে বরং সমর্থনে এগিয়ে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন। ছাত্রীদের ওপর হামলা হয় দলবদ্ধভাবে। পত্রিকায় প্রকাশ, প্রভোস্ট সুলতানা শফি আক্রান্ত ছাত্রীদের হামলা থেকে বাঁচাবার কোনরূপ চেষ্টাই করেননি। এসব নিরীহ ছাত্রীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনরূপ সুযোগ না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটি' একতরফাভাবে তাদের তিনজনকে হল ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেছে এবং পাঁচজনকে লিখিত হুঁশিয়ারি প্রদান করেছে। ধর্মবিরোধী সেকুলার ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সাথে সুর মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ এনেছে ছাত্রীদের কাছে স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী বই পুস্তক পাওয়া গেছে। অথচ পত্রিকায় প্রকাশ, তাদের কছে পাওয়া গেছে কোরআন হাদিসের পাশাপাশি আদর্শ নারী জাতীয় বই। প্রশ্ন হল, কোরআন হাদিস ও 'আদর্শ নারী' জাতীয় বই পড়ে যারা আদর্শ নারী হতে চায় তাদেরকে কি স্বাধীনতারবিরোধী বলা যায়?

লন্ডনস্থ ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এরূপ ফ্যাসিবাদী সিদ্ধান্তের কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হল, আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়েছে। বার বার সেগুলো ছবিসহ পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। বহু ছাত্র তাদের হামলায় প্রাণও দিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটি' এ অবধি তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে? তারা কয়জন ছাত্রকে এ অবধি অস্ত্র রাখার অপরাধে বহিষ্কার করেছেন? ছাত্রলীগের নেতা ধর্ষণে সেঞ্চুরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন উৎসব করে তখন কি পরিবেশ বিনষ্ট হয় না? অথচ এগুলো বাংলাদেশের আইনে ফৌজদারী অপরাধ। এসব জঘন্য অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে বরং নামাজ পড়া, কক্ষে ইসলামী বই পুস্তক রাখা, বোরখা পরা, ইসলামী সংগঠন করা এবং ইসলাম পালনের দিকে অন্য ছাত্রীদের আহবান করার অপরাধে তারা নিরীহ ছাত্রীদের বহিষ্কার করলেন। অথচ ধর্ম পালন প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার কথা নয়। এমন কি ইউরোপ- আমেরিকার অমুসলিম দেশেও বোরখা পরে ক্লাসে যাওয়া, সাথে যে কোন ইসলামী বই-পুস্তক রাখা, ইসলামী সংগঠন করা এবং ইসলাম পালনে অন্যকে দাওয়াত দেয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এ মৌলিক অধিকারটি ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, শিক্ষার ন্যায় আরেকটি মৌলিক অধিকারকেও ছিনিয়ে নিল। মুজিব আমলে ধর্মবিরোধী সেকুলার মৌলবাদী গোষ্ঠীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরআনের বাণী 'রাব্বী জিদনি ইলমান' ছিনতাই করেছিল।

প্রশ্ন হল, তারা কি এখন ছাত্রীদের ঈমান ছিনতাই করতে চায়? যাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিলেন তাদেরও জন্ম বাংলাদেশেই। মেধার ভিত্তিতে বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার অধিকার প্রধানমন্ত্রী বা ডিসির নিজ সন্তানের চেয়ে তাদের একবিন্দুও কম নয়। অথচ এ জন্মগত নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদণ্ড, তেমনি ব্যক্তিরও। অথচ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব নিরীহ ছাত্রীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গার ব্যবস্থা করলেন। এটি কি কোন বিবেকমান মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায়? এমন বিবেক বর্জিত গর্হিত কাজের নিন্দার ভাষা জানা নেই। বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে তাদের মানবতাবিরোধী এ জঘন্য সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার আহবান জানানো হয়েছে।